দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 19 MAR 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৫ ... কলাম ... ৫ ...

রাবিতে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক তথ্যচিত্র 'কান পেতে রই' প্রদর্শিত

রাবি সংবাদদাতা ॥ মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য ২০১৫ সালের একুশে পদকপ্রাপ্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) সাবেক শিক্ষক প্রফেসর মজিবর রহমান দেবদাসকে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক তথ্যচিত্র 'কান পেতে রই' প্রদর্শিত হয়েছে। এ উপলক্ষে বুধবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিত বিভাগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এ বছর শিক্ষা ক্যাটাগরিতে একুশে পদকপ্রাপ্ত প্রফেসর সনৎ কুমার সাহা। মুক্তিযোদ্ধা ও লেখক মফিদুল হক নির্মিত তথ্যচিত্রটিতে ফুটে উঠেছে রাবিতে একাত্তরের সেই দুঃসহ দিনগুলোর নিখুঁত চিত্র আর একজন 'দেবদাসের' গভীর স্বদেশ প্রেম, পাকি বাহিনীর হাতে নির্মম নির্যাতনের শিকার সেই অধ্যাপকের করুণ আর্তনাদ। অনুষ্ঠানে রাবির অর্থনীতি বিভাগের সাবেক শিক্ষক প্রফেসর সনৎ কুমার সাহা বলেন, মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পরপরই যখন রাবিতে পাক হানাদার বাহিনী আস্তানা গেড়েছিল, তার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে চিঠি লিখেছিলেন প্রফেসর মজিবর রহমান। পরে প্রশাসন তাকে সেই নরপিশাচদের হাতে তুলে দিলে তারা অধ্যাপক রহমানের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। সেই তীব্র নির্যাতনে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারান। প্রফেসর সনৎ কুমার সাহা আরও বলেন, দীর্ঘদিন পরে হলেও সরকার মুক্তিযুদ্ধে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেয়ার স্বীকৃতি হিসেবে প্রফেসর মজিবর রহমান দেবদাসকে একুশে পদকে ভূষিত করে একটি জাতীয় দায়িত্ব পালন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিত বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল হকের সভাপতিত্বে তথ্যচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাবির উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রফেসর ড. নিশীথ কুমার পাল, ফলিত গণিত বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষক প্রফেসর ড. জিল্লুর রহমান, আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. হাসিবুল আলম প্রধান, শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালার ডেপুটি কিউরেটর ও অধ্যাপক মজিবর রহমান দেবদাসের ভাতিজি দিলরুবা খানম প্রধান প্রমুখ। প্রসঙ্গত, স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকবাহিনীর নির্মমতার শিকারে স্মৃতিশক্তি হারান অধ্যাপক মজিবর রহমান। স্বাধীনতার পর জয়পুরহাটের নিজ গ্রামে নিভৃতচারী হয়ে বসবাস করা এই মানুষটি 'জীবন্ত শহীদ বুদ্ধিজীবী' হিসেবে পরিচিত। মুক্তিযুদ্ধের সময় জীবন রক্ষার্থে যখন অনেকেই হিন্দু নাম বাদ দিয়ে মুসলিম নাম রাখা শুরু করেছিল তখন এর প্রতিবাদ ও ক্ষোভে তিনি নিজে 'দেবদাস' নাম ধারণ করেন।